যুগান্তর

তারিখ ...

পৃষ্ঠা ... ১ কলাম ... ২

কমিটি নিয়ে ছাত্রলীগে বিদ্রোহ : কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে তালা

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার

ছাত্রলীগে ব্যাপক বিদ্রোহ দেখা দিয়েছে। কেন্দ্রীয় কমিটিতে ঠাঁই না পেয়ে কর্মীরা কেন্দ্রীয় কার্যালয় ভাংচুর করেছে এবং তালা ঝুলিয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদ্রোহী কর্মীরা কমিটিতে স্থান না পাওয়া পর্যন্ত ক্যাম্পাসে কোন কর্মসূচি পালন করতে দেবে না বলে ঘোষণা দিয়েছে।

শনিবার সন্ধ্যায় কমিটি ঘোষণার পরপরই পদবঞ্চিতরা ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করতে জড়ো হয় ধানমণ্ডির আওয়ামী লীগ অফিসে। সেখানে তারা আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ এবং কমিটি গঠনে দায়িত্ব পালনকারী সাবেক ছাত্রলীগ নেতৃবৃন্দকে গালিগালাজ করে। পরে কমিটিতে স্থান না পাওয়া এবং কাঙ্ক্ষিত পদ না পাওয়া কয়েকজন নেতাকর্মী আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনার বাসভবন সুধা সদনে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে ক্ষোভের কথা জানান। নেত্রী তাদের বিষয়টি বিবেচনা করা হবে বলে আশ্বাস দেন।

গতকাল সকালে ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মারুফা আক্তার পপি ও ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক সাইফুজ্জামান শিখর কয়েকজন কেন্দ্রীয় নেতাকে সঙ্গে নিয়ে বঙ্গবন্ধু ভবনে জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পমাল্য অর্পণ করেন। পরে তারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধুর কেন্টিনে গেলে বিক্ষুব্ধ কর্মীদের তোপের মুখে পড়েন। বিশ্ববিদ্যালয় ও হল পর্যায়ের ২০/২২ জন কর্মী ঘণ্টাধিককাল সময় ধরে উচ্চস্বরে তাদের ক্ষোভ প্রকাশ করেন। এ সময় নতুন কমিটির সাংস্কৃতিক সম্পাদক মিজানুর রহমান সজল মধুর ক্যান্টিনে গেলে

তালা : পৃষ্ঠা : ১৫ কলাম : ৫

তালা : ছাত্রলীগ কেন্দ্রীয় অফিসে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

কর্মীরা তাকে ধাওয়া করে বের করে দেয়। পরিস্থিতি বেগতিক দেখে নেতারা দ্রুত টিএসটিতে যান এবং সেখানেও কর্মীরা উপস্থিত হলে তারা ক্যাম্পাস ছাড়েন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিক্ষুব্ধ কর্মীরা কমিটিতে স্থান না দিলে ক্যাম্পাসে ছাত্রলীগ নেতাদের আসতে এবং কর্মসূচি পালন করতে দেয়া হবে না বলে ঘোষণা দেয়। এদিকে মহানগর ও জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের পদবঞ্চিত কর্মীরা গতকাল সন্ধ্যায় বঙ্গবন্ধু এভিনিউর ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কার্যালয় ভাংচুর করেছে। তারা প্রতিটি জানালার কাচ, চেয়ার, টেবিল ভেঙে চুরমার করে দেয়। পরে তারা দরজায় তালা ঝুলিয়ে দেয়। খবর পেয়ে আওয়ামী লীগের পক্ষে মেয়র মোহাম্মদ হানিফ কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে যান এবং পরিদর্শন শেষে দরজায় আরেকটি তালা দিয়ে ধানমণ্ডির আওয়ামী লীগ অফিসে যান।

এ যাবতকালের সর্ববৃহৎ কমিটিতে ত্যাগী নেতাকর্মীদের স্থান না দেয়া, বিবাহিত অছাত্র, বয়স্ক ও সন্ত্রাসীদের পদ প্রদান, পদায়নের ক্ষেত্রে আত্মীকরণ, কিছু ত্যাগী কর্মীকে অবমূল্যায়ন এবং জ্যেষ্ঠতা রক্ষা না করাই বিদ্রোহের কারণ বলে কর্মীরা জানিয়েছে। সরকারবিরোধী আন্দোলন চাঙ্গা করার উদ্দেশ্যে কাউন্সিলের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন করা হলেও ঘটনা উল্টো হতে চলেছে। গতকাল বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পমাল্য অর্পণের সময় ১০/১২ জন কেন্দ্রীয় নেতা উপস্থিত ছিলেন। অধিকাংশ নেতাই ঘর থেকে বের হননি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধুর কেন্টিনেও নেতাদের অধিকাংশ ছিলেন অনুপস্থিত। বিশ্ববিদ্যালয় শাখার ভারপ্রাপ্ত সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক যারা একজন নতুন কমিটির সদস্য ও অপরজন সহ-সভাপতি হয়েছেন তাদেরকেও দেখা যায়নি। হল পর্যায়ের যারা কেন্দ্রীয় কমিটিতে স্থান পেয়েছেন তাদেরও অনেকেই গতকাল ক্যাম্পাসে ছিলেন না। অথচ কমিটি গঠনের আগে তারা ক্যাম্পাসসহ সাংগঠনিক কর্মসূচিতে নিয়মিত উপস্থিত থাকতেন।

সংগঠন সূত্র জানিয়েছে, প্রায় দুশ নেতার মধ্যে দেড় শতাধিকের ছাত্রত্ব নেই। ভারপ্রাপ্ত সভাপতি এক নম্বর সাংগঠনিক সম্পাদকসহ দুই ডজন নেতা ব্যবসা অথবা ঠিকাদারির সঙ্গে জড়িত। বিবাহিত রয়েছেন নয় জন। এরা হলেন সাংস্কৃতিক সম্পাদক মিজানুর রহমান সজল, সহধর্ম বিষয়ক সম্পাদক হেমায়েত হোসেন, সহ-সম্পাদক শাহরিয়ার কবির সেলিম, সদস্য মাইনুদ্দিন বাবু, মেহেদী হাসান কচি, দেবাশিষ বিশ্বাস, সহ-স্কুল বিষয়ক সম্পাদক শিউলি শমশের শিলু এবং সহ-সম্পাদক শামিমা আক্তার দোলা। এছাড়া সহ-সভাপতি শফিকুল ইসলাম সাবেক কেন্দ্রীয় নেত্রী পান্নাকে বিয়ে করেছেন বলে গুজব রয়েছে। অবশ্য অবিবাহিত শর্তটা মেয়েদের ক্ষেত্রে শিথিল ছিল বলে সাবেক ছাত্রলীগ নেতা ওবায়দুল কাদের জানিয়েছেন। শিলুকে আত্মীকরণ করা হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। তিনি সাবেক সভাপতি এনামুল হক শামিমের স্ত্রী। এছাড়া নতুন কমিটির সদস্য ইস্কান্দার মীর্জা শামিম ওবায়দুল কাদেরের আত্মীয় বলে জানা গেছে। এছাড়া শেখ হাসিনার ব্যক্তিগত সহকারী সচিব বাহাউদ্দিন নাসিমের ছোট ভাই খালিদ হাসান ইয়াদকে করা হয়েছে সহ-সম্পাদকদের একজন।

ছাত্রলীগের সভাপতি লিয়াকত শিকদারের ছাত্রত্ব বজায় থাকলেও ছাত্রত্ব নেই সাধারণ সম্পাদক নজরুল ইসলাম বাবুর। তারা দুজন জেলে থাকায় ভারপ্রাপ্ত সভাপতি হিসাবে সিনিয়র সহ-সভাপতি মারুফা আক্তার পপি ও এক নম্বর যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সাইফুজ্জামান শিখর ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পেয়েছেন। পপি একজন ব্যবসায়ী। তার অ্যাডফার্ম এবং শাহবাগে একটি ফুলের দোকান আছে। সাংগঠনিক সম্পাদক জাকির হোসেন মারুফ ব্যবসায়ী এবং অলক বণিক একজন ঠিকাদার। এমন দুই ডজন নেতা রয়েছেন বর্তমান কমিটিতে। মোট ২১ জন সহ-সভাপতির মধ্যে আশরাফুল আজিম রুবন, ইকবাল হোসেন ভূঁইয়া, বলরাম পোদ্দার এবং সালেহ মোহাম্মদ সেলিম ছাত্র। ৬ জন সহ-সম্পাদকের মধ্যে একমাত্র ছাত্রত্ব আছে মিহির কান্তি ঘোষালের। ছয় সাংগঠনিক সম্পাদকের কারও ছাত্রত্ব নেই। ৩২ জন সম্পাদক ও সহ-সম্পাদকের মধ্যে ছাত্রত্ব আছে আঃ আলীম, সিরাজুল মুনির টিপু, খোকন (চারুকলা), খন্দকার গোলাম ছাবির, এসকে বাদল এবং মাসুদ হোসেন খানের ছাত্রত্ব আছে। অপর ১০ জন সহ-সম্পাদকের মধ্যে ছাত্র আছেন মেহেদী জামিল, কামরুন্নাহার সীমা ও নাসির হায়দার বাবুল। কমিটিতে যে ৪০ নেতার ছাত্রত্ব আছে তাদের বেশির ভাগই সদস্য। এদিকে ছাত্রলীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মারুফা আক্তার পপি ও ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক সাইফুজ্জামান শিখর যুগান্তরে প্রকাশিত 'ছাত্রলীগের কমিটিতে শীর্ষ সন্ত্রাসী' শীর্ষক সংবাদের প্রতিবাদ জানিয়েছেন। তারা বলেছেন, ছাত্রলীগে কোন সন্ত্রাসীকে স্থান দেয়া হয়নি। একই সংবাদে হেমায়েত হোসেনকে সংগঠন থেকে বহিষ্কৃত বাগেরহাট গ্রুপের নেতা উল্লেখ করায় তিনি এর প্রতিবাদ জানিয়েছেন।